কমপিউটারের আশ্চর্য জগতে এ দেশের শিশু ও শিক্ষার্থীদের অবাধ প্রবেশ ও চর্চার একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।'

মূলত এ উপলব্ধি থেকে আমরা দাবি জানাই– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। নিঃসন্দেহে এই ২৫ বছরে এই আন্দোলনে আমরা এগিয়ে গেছি অনেকদূর। তাই বলে এ দাবির সবটুকু পূরণ হয়ে গেছে, এমনটি মনে করি না। ফলে এখনও আমাদেরকে সে আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। একটি দাবি আক্ষরিকভাবে উচারণ করেই আমরা থেমে থাকিনি। আমরা সে দাবির যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে সে দাবির পেছনে জনমত গড়ে তোলার পক্ষে যেমন কাজ করে আসছি, তেমনি তা নীতি-নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছি এ দাবি বাস্তবায়নে তাদের আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায়। প্রয়োজনে আয়োজন করেছি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সংবাদ সম্মেলন। একই সাথে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের বাতলে দিয়েছি এ দাবি বাস্তবায়নের পথও। উদাহরণ টেনে বলা যায়, আমরা আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যার 'বর্ধিত ট্যাক্স নয় : জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করি– 'শোনা যাচ্ছে, এবারের বাজেটের ওপর কর বাড়াবে বর্তমান সরকার। বাজেট আসছে ১২ জুনে। ৯২০০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেটের প্রায় সবটাই অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ে যাবে। এ অর্থ জোগানো হবে কর ও বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে। এবার নতুন রীতির ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স পদ্ধতির কারণে বর্ধিত রাজস্ব আয় হওয়ার কথা ২৫০ কোটি টাকা। নতুন বাজেটে বর্ধিত কর দাঁড়াবে ৭০০ কোটি টাকা। ... এবার কমপিউটার, বিশেষ করে এর সংযোজন শিল্পের ওপর করহার বাড়ানো হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এতদিন কমপিউটারের ওপর কর ছিল কম। গত বছর এর ওপর কর বাড়ানোর পর আবার দাবির মুখে কমাতে হয়েছিল। ভারতের পশ্চিমবাংলায় কমপিউটার কিনলে আয়কর অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রতিবছর এর মূল্যের ওপর ৩৩ শতাংশ অবচয় দেয়া হয়। এতে সেখানে গত বছর ৭০০০ কমপিউটার বিক্রি হয়েছিল। বাংলাদেশে কমপিউটারের প্রসারের জন্য এমন পদক্ষেপ যখন দরকার, তখন কর বাড়ানোর সংবাদে কমপিউটার জগৎ উৎকণ্ঠিত। এমনিতে দেশের অর্থনৈতিক রাজ্যে চলছে দুর্দৈব। শিল্প ও প্রতিষ্ঠানমালা ঋণ-দেনা-অব্যবস্থায় ম্রিয়মাণ। এর মধ্যে কমপিউটার মহার্ঘ হলে কমপিউটারের স্বাভাবিক প্রসারও থেমে যাবে। আধুনিক ও অনাগত ভবিষ্যতের নবীন প্রজন্মের নাগালের বাইরে চলে যাবে কমপিউটার।'

অক্টোবর ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ

এছাড়া যেখানে যখন যে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন এসে দরজায় কড়া নেড়েছে, তখন সে প্রশ্ন তুলতে আমরা ছিলাম যথা সচেতন। যেমন– প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যাটিতেই আমরা সম্পাদকীয়র মাধ্যমে প্রশ্ন তুলি– 'জনগণের দাবির মধ্যে একটি বিষয়ই মুখ্যভাবে এসেছে, সেটি হচ্ছে দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়নের দাবি। এর জন্য এরা সরকারের সংশ্লিষ্ট সব বিভাগগুলোকে স্থবিরতা কাটিয়ে অবিলম্বে ত্বরিত কর্মসূচি হাতে নেয়ার দাবি তুলেছেন। কোনো আমলাতন্ত্রিক জটিলতায় যেনো এর গতি শ্লথ না থাকে, সে ব্যাপারে সবাই সোচ্চার। মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও গত দুই বছরেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কমপিউটার শিক্ষা কেনো চালু করা হলো না, কেনো বিশ্ববাজারে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সফটওয়্যার রফতানির কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, কেনো অতি সহজ পদ্ধতির যন্ত্রাংশের উৎপাদনও এখানে হচ্ছে না– এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয় দরকার রয়েছে বলে আমরা মনে করি।'

নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ

এভাবে প্রয়োজনীয় দাবিকে সামনে নিয়ে আসা, এ দাবি বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবন এবং বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশের স্বার্থে স্বাভাবিক প্রশ্ন তুলে সংশ্লিষ্টদের করণীয় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং যথাসময়ে যথাদাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়ায় কমপিউটার জগৎ এই ২৫ বছর বিন্দুমাত্র পিছপা হয়নি। সেই সূত্রেই কমপিউটার জগৎ আজ সব মহলে একটি আন্দোলনের নাম হিসেবেই বিবেচিত। এমনও বলা হচ্ছে– 'কমপিউটার জগৎ এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক'।

একটি বিশ্বাসের নাম

আমাদের পাঠক মাত্রই লক্ষ করে থাকবেন, কমপিউটার জগৎ এর সার্বিক কার্যক্রম শুধু একটি পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। ফলে সময়ের চাহিদা পূরণে এই পত্রিকাটিকে এর প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে সাংবাদিকতার বাইরের বৃত্তেও প্রবেশ করতে হয়েছে। আমরা পত্রিকা প্রকাশের সাথে সাথে আমাদের লক্ষিত তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে সময়ে সময়ে আয়োজন করেছি সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাসহ নানাধর্মী অনুষ্ঠানের। এমনকি কমপিউটার সাধারণ্যের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বৈশাখী মেলায় আমরা আয়োজন করেছি কমপিউটার মেলা। স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে কমপিউটার যন্ত্রটিকে ডিঙি নৌকায় করে আমরা নিয়ে গেছি রাজধানীর বাইরে, বুড়িগঙ্গার ওপারে। কারণ তখনও দেশের অনেক শিক্ষার্থী কমপিউটার যন্ত্র ব্যবহার করা দূরে থাক, চোখে পর্যন্ত দেখেনি। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি পত্রিকা হয়েও কমপিউটার জগৎ সাংবাদিকতার স্বাভাবিক গণ্ডি ছাড়িয়ে কেনো এসব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল? এর জবাবে বলব– কমপিউটার জগৎ নিছক একটি পত্রিকার নাম নয়, একটি বিশ্বাসেরও নাম। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস– 'একটি পত্রিকাও হতে পারে একটি আন্দোলন, আন্দোলনের মোক্ষম হাতিয়ার'। সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কমপিউটার জগৎ সূচিত হয়েছিল বলেই কমপিউটার হতে পেরেছে এতটা বহুমাত্রিক। এই বিশ্বাসকে লালন করে আগামী দিনের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে সমধিক বেগবান করার প্রয়োজনে কমপিউটার জগৎ-এর কার্যক্রমে প্রয়োজনে নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে আমরা পিছপা হব না। কারণ, আমরা মনে করি সময় বদলাবে, সময়ের সাথে বদলাবে আমাদের প্রয়োজনও। তাই সে বদলে যাওয়ার ও বদলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রইল আজকের এই ২৫ বছর পূর্তির শুভদিনে।

একটি ইতিহাসেরও নাম

কমপিউটার জগৎ একটি আন্দোলনের নাম কিংবা বিশ্বাসের নাম বললেই যথেষ্ট হবে না। এটি একটি ইতিহাসেরও নাম। এই সিকি শতাব্দীর কমপিউটার জগৎ-এর যেকোনো সংখ্যার যেকোনো পাতা উল্টানোর অপর অর্থ ▸